‘ডার্‌উইনিজম’ ও আমাদের বদ্ধমূল ধর্মীয় ধারণা

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম জ্ঞানী পুরুষ স্যার চার্লস রবার্ট ডারউইনের জন্ম আজ থেকে প্রায় এক শ’ বছর আগে। তাঁর অভিভাবক তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কেম্‌ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত কিছু লেখাপড়া করতে। তার পরিবর্তে তিনি হয়ে গেলেন প্রাকৃতিকবিদ। পৃথিবীতে কেন হাজার হাজার পশু-প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, ইত্যাদী। কি ভাবে এগুলো এখানে এলো। বাইবেলে বর্ণিত যে ‘জেনেসিস’ অধ্যায় আছে যেখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে যে পরমেশ্বর (গড) কি ভাবে মাত্র ছয়-সাতদিনের মধ্যে এই সুন্দর ধরাটি তৈরী করে তার মাঝে একই সময়ে সব পশু-পক্ষী-জানোয়ার এনে ভরে দিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদও বাইবেল (সুপ্রাচীন গ্রীক ভাষায় বিবলিয়ন মানে বই আর তা থেকে আসলো বিব্‌লস,এবং পরিশেষে বাইব্লস) থেকে সেই অধ্যায়টা নির্বিবাদে নিয়ে — একরকম নকল করে — আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুত হবার কেচ্ছাটা অল্প বদলিয়ে কুরানে তা ঢুকিয়ে দিলেন। আমারা যারা এসব কথা প্রাণপনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তারা সবসময় একথা বলি যে — আল্লাহ পাখীরমত ডানাযুক্ত তাঁর বিশ্বস্থ দূত জিবরাইলকে মক্কার হেরা পাহাড়ের গুহায় পাঠিয়ে তাঁর বাণী মুহাম্মদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করালেন। সে’সব আরবীয় রূপকথার ফিরিস্তি এ’যাত্রায় আর নাই বা দিলাম।

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় অনুপ্রবেশ করে বই পড়ে আর অধ্যাপকদের সাথে কথা বলে এটা ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে “বিধাতাদত্ত” পৃথিবীর সব পশু-পক্ষী-জন্তু-জানোয়ার হুড়ুম করে ৫-৬ দিনের মধ্যে এখানে এসে জড় হয়নি। এসব পালাক্রমে কোটি কোটি বছরের ক্রম-বিবর্তনে বা জীব-অভিব্যক্তি এর দ্বারা এই পৃথিবীতে এসেছে। ডারউইনের আগেও অনেক জীব-বিজ্ঞানীরা জীব-জন্তুর ক্রম বিবর্তনবাদের উপর নানান রচনা লিখেছিলেন। এবং ডারউইন এসব লেখাগুলো পড়ে এই বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছিলেন। অষ্ট্রিয়ান ধর্মার্থ মঠবাসী গ্রেগর মেন্ডেলও কিন্তু মুটামুটি একই সময় মটরশূঁটি নিয়ে সুপ্রজননবিদ্যার সোপান তৈরী করছিলেন। কিন্তু গ্রেগর মেন্ডেল তাঁর গবেষণার ফল কেবল তাঁর নিজস্ব খাতায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সে’জন্যে ডারউইন গ্রেগর মেন্ডেলের ‘লোস অব ইনহেরিটেন্স’ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। এতো প্রতিকুলতার মধ্যে যে ডারউইন তাঁর জীব-অভিব্যক্তি বা ‘ইভোলিউশন থিওরী’ পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পেরেছেন সেটাই ভাগ্যি। আমার যতটুকু খেয়াল আছে তাতে মনে হয় গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) এর ‘লোস অব ইনহেরিটেন্স’ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটা তাঁর দেহত্যাগের পরই বের হয়েছিল। কিন্তু ডারউইনের সাড়া জাগানো বই ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ প্রাকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সনে, অর্থাৎ তাঁর মহাপ্রয়াণের তেইশ বছর আগে। এইদিক থেকে ডারউইন অত্যন্ত ভাগ্যবান এক পুরুষ। গত একশ বিশ বছরে ডারউইনের জীব-অভিব্যক্তি থিওরী জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে এত জ্ঞানসমৃদ্ধ করেছে যে ইদানীং কালের ‘হিউম্যান জিনোম’ থেকে নিয়ে ‘বায়োইনফরমেটিক্স’ পর্যন্ত সব ক’টি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে। আজকালের প্রায় সব জীব

বিজ্ঞানীরা একথা চরম সত্য বলে মনে করেন যে মানবের আগমণ ঘটেছে চিমপানজী বা আফ্রিকার নরাকৃতি বনমানুষ হতে। মে মাসের ২০ তারিখে (২০০৩ সনে) আমেরিকার 'দ্যা ওয়াল স্ট্রীট জর্নাল' এর প্রথম পাতায় ছোট্ট এক খবরে জানলাম যে আমেরিকার অন্যতম বিজ্ঞান জর্নাল 'প্রোসিডিংস অব দ্যা ন্যাশানাল একাডেমি অব সায়েন্স' এ একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এটা লিখা হয়েছে যে মানব ও চিমপানজীর 'জিনোম' পরীক্ষা করে জানা গেছে যে এই দুই 'মেমাল্স' এর 'জিন্স' গুলোর মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে। অতএব, চিমপানজী বা অন্য বনমানুষ থেকে যে হিউম্যান বা মানব 'স্পিসিজ' এর অভিব্যক্তি হয়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ মাত্র নেই।

আমি আগেই লিখেছি যে ডারউইনিজম বা ডারউইনবাদ জীব-বিদ্যার এমন কোনো শাখা নেই যাকে না প্রভাবিত করেছে। ডারউইনের দেহত্যাগের প্রায় একশ বছর পর নয়া এক সংগা বের হলো যার নাম ইংরেজীতে বলে 'নিউরাল ডারউইনিজম'। এই মতবাদটা প্রথম যিনি দেন ১৯৮০ দশকে, তাঁর নাম হলো প্রঃ জেরাল্ড মোরিস এডেলম্যান। ইনি ১৯৭২ সনে নোবেল প্রাইজ পান 'এন্টিবডি' এর আনবিক অবয়ব (মলিকুলার স্ট্রাকচার) নির্ণয় করে। প্রঃ এডেলম্যান যে 'নিউরাল ডারউইনিজম' নামে থিওরী দিলেন তার সারমর্ম হলো - মানুষ যে জিনিষটা একবার ভালমত শেখে এবং অভিযোজন বা 'এড্যাপ্ট' করে অর্থাৎ মানিয়ে নেয়, সেটা মানুষের মনে (মগজে) যে ভাবে ঢুকে বসে থাকে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই শক্ত। এরকম একটা প্রচন্ড শক্তি আছে বলেই পৃথিবীতে মানুষের অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রঃ এডেলম্যানের মতবাদ মতে মানুষের মগজে নিউরাল গ্রুপগুলো বাহির হতে 'স্টিমুলাস' বা উদ্দীপনা পেলে সেটা যদি একবার গ্রহণ করে তবে সেটা বদ্ধমূল হয়ে মগজে বসে থাকে। অন্য রকমের উদ্দীপনা মগজ এত সহজে গ্রহণ করবে না। জীব-জন্তুর এরকম শক্তি আছে বলেই 'ইভোলিউশন' বা অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে।

এখন দেখা যাক 'নিউরাল ডারউইনিজম' এর দ্বারা কি ভাবে আমরা প্রভাবিত। ছোটবেলায় কোনো তথ্য বা 'কন্সেপ্ট' মাথায় ঢুকলে তার থেকে পরিত্রাণ বা মুক্তি পাওয়া খুবই দুস্কর। এটার কারণ হয়ত 'নিউরাল' বা মগজে যদি একবার কোনো তথ্য বদ্ধমূল হয়ে বসে থাকে, তবে সেই তথ্য মাথা থেকে বের করা খুবই কঠিন। আমি খানিকটা আগেই লিখেছি যে এরকম শক্তি মাথার মগজে আছে বলেই মানব অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে।

দেশে আমরা যখন জন্ম নেবার পর হতে বড় হচ্ছিলাম তখন সতত আমরা ধর্মীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হই। এটা কিন্তু বানোয়াট কথা নয়। আরব দেশের নানান রূপকথা যাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছি সেই ছোটবেলায়, সেগুলোকে আমরা অনেকেই এখন ধ্রুবসত্য বলে মনে করি। বড় হবার পরও মন থেকে সেগুলোকে তাড়িয়ে দেয়া যায় না অতি সহজে। এজন্যে স্কুল, কলেজের গন্ডী পার হবার পরও আমরা ধর্মের ত্রি-সীমানা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনা। আমরা যারা বিজ্ঞান পড়লাম, তারা তো 'পিরিওডিক টেবিল', নিউটোনিয়ান ফিজিক্স, থার্মডায়নামিক্স, মলিকুলার বায়লোজি, সলিড-স্টেট ফিজিক্স সবইতো পড়লাম। এই সব জ্ঞান ভাঙ্গিয়ে রুজি-রোজগারের বন্দোবস্তও করলাম। কিন্তু যেই ঘরে এসে ঢুকলাম, তখন কোথায় গেল থার্মডায়নামিক্স এর লোজ বা ডারউইনবাদ। আমরা আবার ফেরৎ যাই আমাদের ছোটবেলাকার 'আমপারা' পড়ার দিনে। আমরা মেনে নিই নির্বিবাদে যে খোলা আকাশ থেকে ডানাকাঁটা আল্লা'র দূত জিব্রাইল হেরা পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে প্রায় ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদকে আল্লার প্রেরিত সব বাণী একের পর এক দিয়ে গেলো। ঠিক তেমনি নিউটোনিয়ান ফিজিক্সকে কাঁচকলা দেখিয়ে অর্ধেক মানুষ-অর্ধেক তুরঙ্গ (ঘোড়া) আল্লার সৃষ্টি এক অদ্ভুত জন্তু 'বুরাক' মুহাম্মদকে নিয়ে সাত আশমানে উড়ে গেলো। ডারউইনের অভিব্যক্তি মতে এইরূপ কোনো জন্তু পৃথিবীতে জন্মাতে পারে না যেটা নাকি অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক অশ্ব ! হয় ডারউইন এর মতবাদ ঢাহা মিথ্যে, নতুবা 'বুরাক' হচ্ছে

আস্ত বানোয়াট এক 'হাইব্রিড' জন্তু। ডারউইনবাদ যে বিজ্ঞানমতে সত্য বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে সে দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেদের কোনো মাথাব্যথার কারণ নেই। তারা লোকগাঁথার সেই 'বুরাক' এর স্বর্গারোহনকে সত্য বলে মনে করেন।

আমাদের দেশে তো অনেক নামকরা ফিজিসিস্ট আছেন যেমন প্রঃ সমসের আলী। একসময়ে বেশ প্রগেসিভ গোত্রের বা মুক্তমনা ছিলেন ইনি। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইনি ইসলামিস্ট বনে গেছেন ১০০%। ইনি যে একসময়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বা ঐ জাতীয় কোনো বিষয় পড়েছিলেন জীবিকার সন্ধানে, সে কথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। বয়েস বাড়ার সাথে সাথে আবার যাকে তাই হয়ে গেলেন। কোথায় গেল নিউটোনিয়ান ফিজিক্স, আর কোথায় বা গেলো নীলস্ বোরের কুয়ানটাম ফিজিক্স! বাংলাদেশের অনেক উচ্চ শিক্ষায়তনে ডঃ সমশের আলীর মত পুনর্জন্মিত মুসলমান আপনি অনেক দেখতে পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্তরে যারা একসময়ে বামপন্থী রাজনীতি বা মার্কসিস্ট বুলি আওড়াতেন এবং সাথে চায়ের কাপে ঝড় তুলতেন, তাদের অনেকেই বয়সজনিত কারণে আবার সেই যাকেতাই মুসলমান বনে গেলেন। কোথায় গেল কার্ল মার্কসের জ্ঞানসর্বস্ব কথা বা চাচা মাওসেতুং এর লালবইর উক্তি! আমি ভেবে অবাক হই যে এককালের মুক্ত-মনা ফরহাদ মাজহার নাকি এখন এসলামের বাণী আওড়ান যেখানে সেখানে। এরা বোধহয় নতুন করে ''আলোর'' সন্ধান পেয়েছেন।

গত দুইযুগ ধরে পৃথিবীতে কত নয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হলো। বিশেষত জীববিজ্ঞানে তো এত নয়া আলোড়ন এলো যা বলার বাইরে। যে মহিলারা শারীরিক কারণে বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তারাও 'ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন' প্রক্রিয়ায় মা বনে যাচ্ছেন আজকাল এনতার। মলিকুলার ক্লোনিং এর দ্বারা ইনসুলিন তৈরী করা হচ্ছে ব্যকটেরীয়ার কোষের ভিতর। আগে তো ইনসুলিন সংগ্রহ করা হতো কসাইখানা হতে আনীত গরু ও শূকরের প্যানক্রীয়াস থেকে। এই তো বছর কয়েক আগে স্কটল্যান্ডের পশু বৈজ্ঞানিকরা 'ডলি' নামে এক ভেড়া পশুক্লোনিং করে পৃথিবীতে সেই জন্তুকে জন্মাতে সাহায্য করলেন। এখন পশ্চিমী বিশ্বের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকরা এটাও বলছেন যে একযুগ বা দুইযুগের মধ্যে ক্লোনিং পদ্বতির দ্বারা মানব শিশুকে প্রথম বারের মত পৃথিবীতে জন্মাতে সাহায্য করবেন। তা ছাড়া 'সারোগেট' বা ভারাটে মা এর গর্ভে তো অহরহই অন্যের ডিম্ব ও শুক্রকীট সংমিশ্রণে যে ফার্টিলাইজড এগ্ টেস্ট-টিউবে তৈরী করা হলো তার প্রজনন করা হচ্ছে এনতার। এত সাত কান্ড হচ্ছে সারা ভূমন্ডলে, অথচ বাংলাদেশের এককালের মুক্ত-মনারা সেরদরে ইসলামিস্ট বনে যাচ্ছেন। এসবের দ্বারা তো মনে হয় এটাই প্রমানিত হচ্ছে যে 'নিউরাল ডারউইনিজম' একেবারে ডাহা মিথ্যে নয়।

ছোটবেলায় যদি মগজটাতে মুল্লারা আম্পারা পড়িয়ে আর দোজখের ভয় দেখিয়ে নানান তথ্য ঢুকিয়ে দেয় এই বলে যে আরবদেশের ১৪০০ বছর আগের রূপকথাগুলোই ঠিক, আর ডারউইনের কথাগুলো ডাহা মিথ্যা, তবে সমশের আলীর দলরা যে সেরদরে আবার মুসলমান হবেন না এমন তো না হয়ে পারে না। বাংলাদেশে প্রয়াত ডঃ আহমেদ শরীফের মত লোক আজকাল পাওয়া বিরল। প্রয়াত প্রঃ সায়দুর রহমান যিনি এককালে ছোটবেলায় গ্রামে থাকাকালীন মসজিদে ইমামতী করতেন তিনিও কলেজে মার্ক্স, ইংগেল, বারট্রেন্ড রাসেল ও ডারউইনের সারগর্ভ কথা পড়ে এটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলেন যে আদতে সবক'টি ধর্মই হচ্ছে মনগড়া। মুক্তমনারা খোলামন নিয়ে অষ্টদশ ও উনিশ শত শতাব্দীর ইউরোপিয়ান 'র‍্যানেইসান্স' বা সাহিত্য ও শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের সময়কার মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ কথা পড়ে যে জিনিষটা বুঝলো, ঢাকার সমশের আলীর দলরা সেটা আর বুঝতে পারলো না কোনো মতেই। অবশ্য এটার জন্য দায়ী পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ আর ১৯৬০ দশকে যারা ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন তাদের অনেকেই অধ্যাপকদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের গুনগান শুনেছিলেন

এনতার। পাকিস্তান মিলিটারীরা আর যাই হোক না কেন ইসলামী চেতনাটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকাবার জন্য সচেষ্ট ছিল সবসময়। আর মুসলিমলীগের রাজনৈতিকদের তো কোনো কথাই নেই! মোনায়েম খাঁ, সবুর খাঁ, জব্বার খাঁ, তমিজউদ্দীন খাঁ আর কত খয়ের খাঁ যে সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল তার খবর কে রাখে ? সমশের আলী এদের কাছ থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাবে? আর ফরহাদ মাজহার তো শুনেছি মুল্লা মুনসী অধ্যুষিত নোয়াখালীর চৌমুহনী থেকে উঠে এসেছেন ঢাকায়। এবার তাহলে উপসংহারে আসি। ভিন্নমত, মুক্ত-মনা বা অন্যান্য ই-ফোরামে যারা প্রতিনিয়ত সেকুলারিস্টদের সাথে গলাবাজী করে যাচ্ছেন গত দু'বছর যাবৎ, তাদেরকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো যে তারা যেন দয়াকরে পশ্চিমী মনীষীদের লেখা কিছু ভাল বই পড়েন। আমি বিশেষ করে বলবো তারা যেন ডারউইনিজম এর ওপর অল্প কিছু হলেও লেখাপড়া করেন। আপনারা আর যাই হোন না কেন, বাংলাদেশের সমশের আলী বা ফারহাদ মাজহারদের মত নয়া-পুনরজন্মিত মুসলমান আর হবেন না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে - সেটা হলো : "এ মাইন্ড ইজ এ টেরিবল থিং টু ওয়েস্ট"! অর্থাৎ মন নষ্ট হবার মত আর কোনো খারাপ জিনিষ নেই। এই সত্যটা সতত মনে রেখে নিজের চিত্তের ও মনের সম্প্রসারণ করুন। এটাই হবে আমাদের সবার কাম্য।

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ আমেরিকার নিউ ওর্লিয়ান্স থেকে লেখেন। তার ই-মেইল এর ঠিকানা হলোঃ
Jaffor@netscape.net